মালদহের

রাধেশচন্দ্র

শ্রীহরিদাস পালিত

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী, জাতীয় শিক্ষা সমিতি, মালদহ

মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক

শ্রী বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্, কর্ত্তৃক

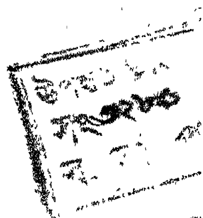
প্রকাশিত

১৩৩৬

মূল্য ।৵

মালদহের

রাধেশচন্দ্র



শ্রীহরিদাস পালিত

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী, জাতীয় শিক্ষা সমিতি, মালদহ



মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩১৮

ইণ্ডিয়া প্রেস।

২৫, নং মিডিল রোড, ইণ্টালি, কলিকাতা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

('প্রবাসী' হইতে সংগৃহীত)



মালদহের রাধেশচন্দ্র

জন্ম ১৮৬৬

মৃত্যু ১৯১১

উপক্রমণিকা*

[বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, প্রেমচাঁদ
রায়চাঁদ স্কলার কর্ত্তৃক পঠিত]

আজ আমি আপনাদের সম্মুখে যাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে উঠিয়াছি তাঁহার নামই হয়ত অনেক বাঙ্গালী জানেন না। রাধেশচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন অথবা অদ্ভুত ক্রিয়াবান্ পুরুষ ছিলেন না। তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্ম সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ কোন আন্দোলন সৃষ্টি করে নাই। বাঙ্গালা-সাহিত্যেও তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র স্থান আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

কিন্তু একটি অনুন্নত জেলার পশ্চাৎপদ সমাজকে সর্ব্ববিধ উপায়ে উন্নীত করিয়া তোলা তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষবিধানের জন্য উদ্যম ও অধ্যবসায়ই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল।

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতিকল্পে দেশবিশ্রুত কর্ম্ম ও চিন্তা-বীরগণ যেরূপ নায়ক ও পথ প্রদর্শকের কার্য্যসাধন করিয়া গিয়াছেন রাধেশচন্দ্র মালদহের আধুনিক কর্ম্মক্ষেত্রেও সেইরূপ অগ্রণী এবং প্রবর্ত্তকের স্থানই অধিকার করিতেন। বর্ত্তমান যুগে সমাজ সংস্কার, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন,

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে (৩১ ভাদ্র, ১৩১৮) সালে পঠিত।

শিল্পপ্রতিষ্ঠা, সভাসমিতি গঠন, শিক্ষাবিস্তার এবং সাহিত্য-চর্চ্চা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে আয়াস স্বীকার করিয়া যে কয় জন বাঙ্গালী নিজ নিজ জেলা বা জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, মালদহের রাধেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহাদেরই পন্থা অবলম্বন করিয়া রাধেশচন্দ্র স্বকীয় গণ্ডীর মধ্যে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারের দ্বারা এই ক্ষুদ্র জেলাকে সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজের সাধারণ জীবন-প্রবাহের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহার এই জীবনব্যাপিনী সাধনার মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন তখন মালদহ জেলার গৌরবের সামগ্রী কিছুই ছিল না। তাঁহার জন্মভূমি একদিন অর্দ্ধ ভারতের মুকুটমনি থাকিলেও, তাঁহার জন্মের বহুপূর্ব্বেই সে মহৎ গৌরবের কণিকা মাত্র তথায় পড়িয়া থাকে নাই। থাকিবার মধ্যে প্রাচীন নিদর্শনস্বরূপ কয়েকখণ্ড ইষ্টক ও পাষাণ, আর মহামহিমান্বিত প্রাচীন স্মৃতিটুকু গৌড়-পুণ্ড্র নামের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছিল মাত্র। একজনও সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, প্রত্নতত্ত্ববিদের তখনও তথায় আবির্ভাব হয় নাই।

যে মালদহে "নাগর ধানুক চাঁই এ তিন ছাড়া আর লোক নাই" বলিয়া অন্যান্য জেলার শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ উপহাস করিতেন, তিনি সেই মালদহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের অধিকাংশ জেলাগুলি উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতেছিল, কিন্তু মালদহ তখনও অহিফেন ঘোরে তন্দ্রাতুর হইয়া রহিয়াছিল।

এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির ১৩১৪-১৫ বার্ষিক বিবরণীতে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।—

"এই বৎসর আদর্শ-জাতীয়-বিদ্যালয় হইতে পাঁচজন ছাত্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পঞ্চম মান পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছেন।

ইহাঁদের শিক্ষা লাভের প্রধান উদ্দেশ্য মালদহ জেলার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার করা। ইহাঁরা সকলেই খাঁটী মালদহ বাসী—মালদহ জেলার প্রত্যেকের আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

এক বৎসরে মালদহ জেলা হইতে কখনও কোনদিন বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য এক সঙ্গে পাঁচজন ছাত্র বাঙ্গালা দেশের প্রধান নগরী কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই বৎসর এককালে পাঁচ জন ছাত্র শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় গমন করিতেছেন। ইহা মালদহ সমাজের এক নূতন দৃশ্য—মালদহের শিক্ষাজগতে এক নূতন ঘটনা।"

এই বর্ণনা হইতেই মালদহ জেলার শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাধেশচন্দ্রের জন্মভূমি তাঁহাকে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে এবং তাঁহাকে কিরূপ সমাজের জন্য কর্ম্ম করিতে হইয়াছে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

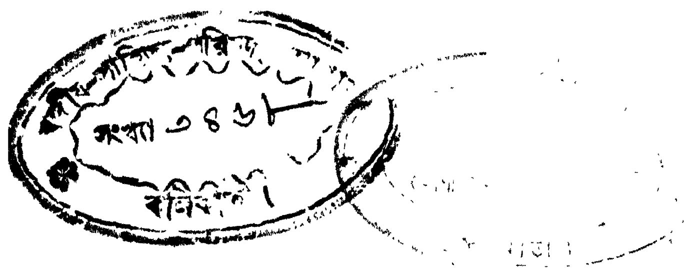
রাধেশচন্দ্রের জীবিতকালে মালদহের প্রকৃত অধিবাসীদিগের মধ্যে, শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বাসনা ও সাধনায় সহায়তা করিবার উপযুক্ত একজনও মালদহের সন্তান প্রস্তুত হন নাই। এখন পর্য্যন্ত শিক্ষার যথেষ্ট অভাব রহিয়া গিয়াছে। শেষজীবনে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে যে সাহায্য এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতেও নিজ জেলার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই। সমগ্র বঙ্গ-সমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম জীবনে যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রেই বিভিন্ন জেলার কর্ম্মিগণের সমবায় সাধিত হইয়াছে। তাহাতে মালদহের বিভিন্ন পল্লীসমাজের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির আধার উদ্ভূত হইয়াছে, এবং পরোপকারী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি.এল্ প্রমুখ কেহ কেহ স্ব-সমাজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার

স্বদেশীয় কর্ম্মিগণের চেষ্টার সুফল দেখিবার পূর্ব্বেই রাধেশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপে এক সমাজের জন্য আজীবন কর্ম্ম করিয়া তিনি সম্মানার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মালদহের কয়জন অধিবাসী তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া জীবনকর্ম্মে ব্রতী হইবেন, ইহা তাঁহাদেরই ভাবিবার বিষয়।

রাধেশচন্দ্রের স্মৃতি কেবল তাঁহার জন্মভূমিরই সহিত জড়িত নহে। তাঁহার প্রতিভার জ্যোতি বাঙ্গালার প্রশস্ত গগণকেও কথঞ্চিৎ আলোকিত করিয়াছে। সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলনের পুষ্টিতেও তাঁহার যত্ন এবং অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য-সেবায় বাঙ্গালী লেখক-সমাজের সহায়তা হইয়াছে। তাঁহার সৌজন্য শিষ্টাচারে বিভিন্ন জেলার বন্ধুগণ মালদহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে সাধারণ বঙ্গসমাজ মালদহের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাঁহার সাধনায় ঐতিহাসিক, কবি, গায়ক, লেখক প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায়ীর ব্যবহারোপযোগী সরঞ্জাম ও উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং বাঙ্গালা দেশের সমাজ ও সভ্যতার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশের পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে জাতীয় গৌরবের বিষয় আবিষ্কার করিয়া বঙ্গদেশীয় পুরাবৃত্ত আলোচনায় সজীবতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রাধেশচন্দ্র কেবলমাত্র মালদহেরই কর্ম্মবীর নহেন। বাঙ্গালা দেশ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণে আবদ্ধ।

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।



মালদহের রাধেশচন্দ্র *

প্রথম অধ্যায়

শেঠ জাতি

মালদহের শেঠবংশ অতি প্রাচীন। এই বংশ হিন্দু-রাজত্বকালে গৌড়ে বিদ্যমান ছিল। গৌড়ীয় শেঠবংশ গৌড়ে বাণিজ্য-ব্যপদেশে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধন-কুবেরগণের মধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পাঠান রাজত্বকালে "শেঠ" উপাধি এই বংশে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। "শেঠ" শব্দ সংস্কৃত বণিক্‌বাচী শ্রেষ্ঠী শব্দ হইতে গৃহীত। হিন্দীভাষায় সামান্যতঃ বৈশ্যজাতিকে "শেঠ" নামে সম্বোধন করে। বঙ্গদেশে শেঠ শব্দ উপাধিবাচক, জাতিবাচক নহে।

মালদহের শেঠগণের আদি বাসস্থান বর্ত্তমান পুরাতন মালদহে নহে। যে সময়ে হজরৎ পাণ্ডুয়া (পুণ্ড্রনগর) বঙ্গের প্রধান নগরী ছিল, যে সময়ে জলঙ্গী নদী পুরাতন মালদহের উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত এবং যে সময়ে মোড়গাঁ, মাধাইপুর সাধেল, সাকরমা, সন্ন্যাসী-পাটন প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান উপনগরগুলি ধনেজনে পূর্ণ ছিল, সেই সময়ে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে (৩১শে ভাদ্র ১৩১৮) পঠিত।

পাণ্ডুয়ার দক্ষিণস্থ "সূর্য্যপুর" নামক স্থানে সুবৃহৎ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার অনতিদুরে ঠাকুরবাড়ীর দীঘির * সন্নিকটে একটি সুবিশাল উপনগর সেই সময়ে পাণ্ডুয়ার দক্ষিণস্থ বন্দররূপে বিদ্যমান ছিল। তথায় ধনী বণিক্‌গণের ঘন সন্নিবেশ ছিল।

সেই বন্দরই শেঠবংশের প্রাচীন বাসস্থান—ঠাকুরবাড়ী তখন দেব-মন্দিরপূর্ণ, হিন্দুগণের বিশেষ বর্ত্তমান মালদহের কতিপয় সম্ভ্রান্ত বণিকের ভক্তির স্থান ছিল। উপনগরবাসী প্রত্যেক হিন্দুপরিবার শুভকার্য্যে সেই স্থানের বিবিধ দেবমন্দিরে পূজাদি প্রদান করিতেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহে তথায় হিন্দুমাত্রেই পূজাদি প্রদান না করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইতেন না। সেই প্রাচীন সূর্য্যপুর বা যোগীভবন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তথাকার অধিবাসী বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছে, কিন্তু কালে সেখান হইতে যে সকল লোক পুরাতন মালদহে আগমন করিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরেরা কুলাচার অনুসারে অদ্যাপি অন্নপ্রাশনাদি শুভকার্য্যে, পূর্ব্ব-পুরুষগণের সেই আদি বাসস্থানে গিয়া ঠাকুরবাড়ী-দীঘির তীরে পূজাদি প্রদান করিয়া থাকেন। এখন যদিও সেখানে সেই প্রাচীনকালের দেবমন্দির বা দেববিগ্রহাদি নাই; তথাপি স্মৃতিপরম্পরায় সেই সকল দেবপীঠ আজিও নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে এবং সামান্যতঃ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকস্থ তীরভূমিতেই দেবতার উদ্দেশে পূজাদির আয়োজন করা হয়।

আজ যে গুণবান পুরুষের বিবরণ বিবৃত করা হইতেছে, সেই রাধেশ-চন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মূলতঃ সেই সূর্য্যপুর বন্দর হইতে উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান পুরাতন মালদহে বাস করেন। রাধেশচন্দ্রের প্রথম অন্নগ্রহণ উৎ:

* বর্ত্তমান মালদহ থানার অন্তর্গত পুরাতন মালদহের উত্তরপূর্ব্বাংশে এই বৃহৎ জলাশয় অবস্থিত। সাধারণতঃ ইহা "পারাঢালা পুকুর নামে" বিখ্যাত।

স্থানেই সম্পাদিত হইয়াছিল। তিনি মুণ্ডিত মস্তকে রক্তবস্ত্র পরিহিত ও নানালঙ্কারে শোভিত হইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে তথায় নীত হইয়াছিলেন এবং কুলপ্রথানুসারে ঐ ঠাকুরবাড়ী পুষ্করিণীর তীরে কুলদেবতার পূজান্তে প্রসাদরূপে প্রথম অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠীরা বণিক্‌বৃত্ত হইয়া থাকেন। রাধেশচন্দ্রের বংশও বিপুল বস্ত্র-বাণিজ্যের অধিকারী ছিলেন; তাঁহারা জাতিতেও তন্তুবায় এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাঁরা কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের শিল্পকৌশলে এবং বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাধেশবাবু তাঁহার স্বজাতির একটি বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন,—

"ইহাঁদিগের সময়ে (পাঠান শাসন-কালে) যে কার্পাস ও রেশম-নির্ম্মিত, রঞ্জিত ও অরঞ্জিত নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার প্রমাণ বিরল নহে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সর্ব্ব প্রথম ইউরোপীয় পরিব্রাজক পর্টুগাল হইতে আসিয়া গৌড় বাদশাহকে মূল্যবান্ উপহার প্রদান করেন এবং গৌড়ের সমৃদ্ধি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়ে দ্বাদশলক্ষাধিক অধিবাসী, মণিমাণিক্যাদি রত্ন ও রেশম-কার্পাস-নির্ম্মিত, কারুকার্য্য-বিশিষ্ট বস্ত্র-বিপণি ও অতিপত্র ছায়াপ্রদ বৃক্ষরাজি-শোভিত জনাকীর্ণ রাজপথ, সুদৃশ্য হর্ম্ম্য ও রমণীয় উপবন ছিল। এই সময় মালদহ হইতে তুরস্ক, মিসর ও ইউরোপে জাহাজযোগে কার্পাস ও রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রচুরপরিমাণে প্রেরিত হইত। মুনিম খাঁ কর্ত্তৃক পাঠান বিজয়ের সেই বিপ্লব-বহুল বৎসরেও পুরাতন মালদহের ভিকু-শেখ ইউরোপীয় রুষিয়ায় প্রেরণ জন্য তিন জাহাজ মালদহী বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে পারস্য উপসাগরে দৈবযোগে তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে জনৈক ইতালীয় আগমন

করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এদেশ হইতে প্রতিবর্ষে ৫০ খানি জাহাজের মালের অধিকাংশ যে গৌড় হইতে সংগৃহীত হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ-পর্য্যটক বঙ্গদেশে আগমন করিয়া কার্পাস ও কার্পাসজাত বস্ত্রের বিশাল বাণিজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন।"*

উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়, পুরাতন মালদহও একদিন বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্র ছিল। তথাকার তন্তুবায়গণ বস্ত্র-শিল্পে ধনী হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইলে, সম্ভবতঃ গুণগ্রাহী পাঠান রাজদরবার হইতে তাঁহারা "শেঠ" উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। †

---

* "মালদহের শিল্প-ইতিহাসের উপাদান"।

† রায়, বিশ্বাস, মণ্ডল, শেঠ, প্রামাণিক প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দজাত উপাধিগুলি পাঠান রাজত্বকালেই প্রদত্ত হইত এবং মজুম্‌দার, মুস্তফী, খাঁ, মল্লিক প্রভৃতি মুসলমানী উপাধিগুলিও সেই সময়েই সৃষ্ট হইয়াছিল। মোগল রাজত্বে এ ধরণের নূতন উপাধি সৃষ্ট হইতে দেখা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাঠদ্দশায় কর্ম্মতৎপরতা

বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা

পুরাতন মালদহে শেঠ-বংশে স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র শেঠ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যথেষ্ট ধনসম্পত্তি ও বহুবিস্তীর্ণ মালদহী বস্ত্রের কারবার ছিল। অনিবার্য্য কারণে উক্ত কারবার উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়া, তিনি ক্ষতি-গ্রস্ত হন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার এক ধনী সংসারে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রাধেশচন্দ্র ও কনিষ্ঠ রাখালচন্দ্র।

বাল্যকালেই রাধেশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছি, বাল্যকালে রাধেশের স্মরণ-শক্তি অতি প্রখরা ছিল। তিনি সমপাঠীর সহিত পাঠকালে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন।

ছাত্র-হিতৈষিণী সভা

পুরাতন মালদহের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তিনি পাঠার্থ প্রেরিত হন। উক্ত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ কালেই "ছাত্র-হিতৈষিণী" নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার প্রায় অধিকাংশ অধিবেশনে উপ-যোগিতাগুণে রাধেশচন্দ্রকেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইত। এই বয়সেই তাঁহার নেতৃত্ব ও পরিচালনা-শক্তি বিকশিত হইয়াছিল।

কুসুম পত্রিকা

কয়েকটি সভাধিবেশনের পর—ছাত্রগণের রচিত ও পঠিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশার্থ এবং ছাত্রগণের উৎসাহ-বিধানার্থ একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রচারের ইচ্ছা রাধেশচন্দ্রের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। অবশেষে

তদুদ্দেশ্যে তিনি বাল্যবন্ধুগণের নিকট কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থে "কুসুম" নামক একখানি ক্ষুদ্র কলেবর মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। * আমি তাঁহার নিকট একখানি জীর্ণ "কুসুম" দেখিয়াছিলাম। "কুসুম" বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই অল্পদিনেই শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার পল্লীস্থ একজন প্রাচীন তেলী গুরুমহাশয়ের বড়ই সুখ্যাতি করিতেন এবং বলিতেন তাঁহার রচিত সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা কবিতা মধ্যে মধ্যে "কুসুমে" বাহির হইত।

এই সময়েই তিনি "অরণ্য-প্রয়াণ" নামক একখানি কাব্য লেখেন। † এই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বগ্রামে বালক ও যুবকগণের মধ্যে পাঠতৃষ্ণা জাগাইয়া সকলকে সাহিত্যরসে রসিক করিবার উদ্দেশ্যে পুরাতন মালদহে এক পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপন করেন।

মালদহ-সভা

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, তিনি মালদহের জেলা স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। জেলা স্কুল হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ‡ এই জেলা স্কুলে পাঠকালেই তিনি "মালদহ সভা" (Malda Association) নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সভার উদ্দেশ্য,—মালদহের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তির পর, তিনি হুগলি কলেজে অধ্যয়নার্থে প্রেরিত হন এবং তথায় ছয় মাস অধ্যয়নের পর রাজশাহী কলেজে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হন।

---

* প্রথমে হাতে লিখিয়া 'কুসুম' প্রকাশিত হয়, পরে ছাপা হইত।

† "অরণ্য-প্রয়াণ" ছাপা হয় নাই।

‡ সেই সময়ে শিবনাথ ভট্টাচার্য্য হেড-মাষ্টার ছিলেন, তিনি রাধেশচন্দ্রকে "জেঠা" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি জেঠামির জন্য জেঠা বলিতেন না। রাধেশচন্দ্রের এই বয়সেই বুদ্ধি-বিবেচনার তীক্ষ্ণতা দর্শনে, তাঁহাকে, "জেঠা" বলিতেন।

পুরাতন মালদহের মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য

রাধেশচন্দ্র যখন রাজশাহী কলেজের তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন সেই সময়ে স্থানীয় লোকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত পুরাতন মালদহ মিউনিসিপ্যালিটি কতকগুলি স্থানীয় অসুবিধার জন্য উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। রাধেশচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া ইহার আবশ্যকতা বিষয়ে একখানি সুযুক্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা পাঠে পুরাতন মালদহবাসী মিউনিসিপ্যালিটি তুলিয়া দিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মালদহের প্রতিনিধি স্বরূপ মান্দ্রাজ কংগ্রেসে গমন

এই সময়েই—এই পঠদ্দশাতেই কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে রাধেশ-চন্দ্র মালদহের প্রতিনিধিস্বরূপ মান্দ্রাজে গমন করেন।

"হিন্দুরঞ্জিকা"র সম্পাদকতা

রাজশাহী কলেজে অধ্যয়নকালে রাধেশচন্দ্রের আর এক শক্তির বিকাশ হইবার সুযোগ ঘটে। সেই সময়ে তিনি রামপুর বোয়ালিয়া ধর্ম্ম-সভার মুখপত্র "হিন্দুরঞ্জিকা" সম্পাদকের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। বাল্যে "কুসুম" বিকাশে যে শক্তির উন্মেষ দেখা গিয়াছিল, যৌবনের প্রথমে সেই শক্তি উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল। তিনি অতি দক্ষতার সহিত "হিন্দুরঞ্জিকা" পরিচালন করিয়াছিলেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভ তাঁহার লেখায় পূর্ণ থাকিত। তাহাতে তিনি দেশের বিবিধ অভাব, অভিযোগ ও দেশের সর্ব্ববিধ অবনতির সুন্দর চিত্রাঙ্কনে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। রাজশাহী কলেজ হইতেই তিনি প্রথমে এফ্.এ ও পরে

বি এ পাশ করেন। পরীক্ষার জন্য গাঢ় মনোনিবেশ সহকারে কলেজের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরঞ্জিকার জন্য দেশচিন্তার চাপ পড়িলেও শক্তিশালী, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী এবং ধীর, স্থির রাধেশচন্দ্র অনায়াসে উভয় বিষয়ই সুখ্যাতির সহিত নির্ব্বাহ করিতেন,—ইহাও তাঁহার কৃতিত্বের অল্প নিদর্শন নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্নসংস্থানের চেষ্টা ও দশের কাজে মনোনিবেশ

পুলিস্ সব্-ইন্‌স্‌পেক্টরী

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট সরকারী কর্ম্মে কতকগুলি সুশিক্ষিত যুবক নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, রাজশাহী কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের নাম চাহিয়া পাঠান। কলেজের অধ্যক্ষ যে তালিকা পাঠান, তাহাতে রাধেশ-চন্দ্রের নামও ছিল। ইহার পরই বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের আদেশ অনুসারে তিনি পুলিস্ সব্-ইনস্‌পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। উক্তপদে দুইমাস ষোল দিবস মাত্র কার্য্য করিয়াই তিনি বুঝিলেন যে; উহা তাঁহার আদৌ মনঃপূত হইতেছে না, কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ স্ব-ইচ্ছায় ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

তৎপরে নির্দ্দোষভাবে অর্থ উপায়ের সহিত দেশের যাহাতে মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, এমত পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অব-শেষে স্বীয় মাতুলালয় পূর্ণিয়ার জেলা স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার মনে হয় যে, যদি ওকালতি পাশ করিতে পারেন, তবে জন্মভূমির বিবিধ উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবার বেশী সুযোগ পাইবেন। এই সংকল্পই স্থির করিয়া, পূর্ণিয়ায় শিক্ষকতা করিতে করিতে তিনি আইনপাঠও আরম্ভ করেন। একে পূর্ণিয়া বড় অস্বাস্থ্যকর স্থান তাহাতে অধ্যয়ন অধ্যাপনার গুরুশ্রমে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।*

---

* এই সময়ে মালদহের সকল সৎকর্ম্মে অগ্রণী বর্ত্তমান স্বনামখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল, মহাশয় পূর্ণিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

ডুম্‌কা স্কুলে বি এল্‌ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা

স্বাস্থ্যভঙ্গে রাধেশচন্দ্র স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে ডুম্‌কা স্কুলে এক শিক্ষকের পদশূন্য হওয়ায়, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি ডুম্‌কা গমন করেন। † ডুম্‌কা স্কুলে অবস্থান কালে তিনি বি এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মালদহেই ওকালতী করিবার সংকল্প করেন; কিন্তু উকীল হইবার পর তিনি কলিকাতা জমিদার-সভায় কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি মালদহে মধ্যে মধ্যে সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতা দিতেন, দেশে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সকলকে বুঝাইতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য সকলকে উৎসাহ দিতেন। বালকগণের পিতামাতা যাহাতে আপন আপন সন্তানগণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেন। উত্তর কালে রাধেশচন্দ্র যেরূপ-ভাবে আপনাকে দেশের সেবায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এই সময় তিনি তাহার সূত্রপাত করিতেছিলেন।

জমিদার-সভার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং মালদহের জেলা আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন।

"গৌড়বার্ত্তা" প্রচার

ওকালতী আরম্ভের পর তিনি আবার চিরপ্রিয় সাহিত্যসেবার মধ্য দিয়া দেশসেবায় প্রবৃত্ত হন। তিনি মালদহ হইতে "গৌড়বার্ত্তা" নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা প্রচার করেন এবং সম্পাদকরূপে পত্রিকার সমুদায় ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা পাক্ষিক রূপে বর্ত্তমান

† ডুম্‌কায় শিক্ষকতাকালে তিনি ছাত্রগণকে ক্রিকেট্‌, ফুটবল ও বিবিধ ব্যায়াম বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

ছিল। শেষে কোন অনিবার্য্য কারণে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে তাঁহার উৎসাহে ও উদ্যোগে মালদহ, ইংরেজবাজার, মকদুমপুর প্রভৃতি স্থানের কতিপয় উকিল, মোক্তার এবং সহরের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে ৫০৲ টাকা করিয়া এক এক অংশ লইয়া ইংরেজবাজারে "কৃষ্ণকালী-প্রেস" নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। যৌথ কারবারে রাধেশচন্দ্রের এই প্রথম চেষ্টা। তিনি প্রেসের যাবতীয় কার্য্যভার নিজে গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং সমুদায় কার্য্য তিনি নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বাঙ্গালা দেশে কেরী সাহেব সর্ব্ব প্রথমে এই মালদহেই মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় কেরীসাহেবের পরেই রাধেশচন্দ্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে।

"কৃষ্ণকালী প্রেস" মালদহে দ্বিতীয় বার মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

কেরী সাহেব ও রাধেশচন্দ্র

গৌড়বার্ত্তার প্রচার বন্ধ

গৌড়বার্ত্তা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। উহা উঠিয়া গেলে, কোন বিখ্যাত বাঙ্গালা সংবাদপত্রে গৌড়বার্ত্তার ভূতত্ত্ব প্রাপ্তির কথা লিখিয়া উপহাস করা হয়। রাধেশচন্দ্র স্ব-জেলার তৎকালীন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত উপহাসের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বকীয় জন্মভূমির মঙ্গলকামনা সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"যাহাদের মালদহে জন্মভূমি তাহাদের মধ্যে যখন শিক্ষাবিস্তার হইবে, তখন দেখিবে মালদহে পাক্ষিক পত্রিকার সমাদর ও স্থায়ী হইবে, নচেৎ নহে। এই যে বিভিন্ন জেলাগত সভ্যমহোদয়গণ এদেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাঁদের মধ্যে মালদহের প্রকৃত বন্ধু নাই। মালদহের অর্থশোষণই ইহাঁদের একমাত্র কার্য্য। মালদহের প্রকৃত হিতচিন্তা কদাচ ইহাঁদের

হৃদয়ে স্বপ্নেও স্থান পায় না। যেদিন মালদহের লোকে উকিল, মোক্তার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিরূপে অবস্থান করিবে এবং অন্যান্য জেলাগত জনগণের প্রভুত্ব কমিয়া যাইবে, সেইদিনই মালদহের উন্নতি হইবে, সেইদিন দশখানা "গৌড়বার্ত্তার" মত পত্রিকা চলিবে। আজ এক খানিও চলিল না।" * নিজ জেলার অধিবাসিবৃন্দকে জ্ঞানে ও ধনে উন্নত দেখিবার জন্য তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ নীতি আশ্রয় করিতে হইয়াছিল।

"গৌড়বার্ত্তা" উঠিয়া যাইবার পর, রাধেশচন্দ্রের চেষ্টায় পুনশ্চ "গৌড়দূত" প্রকাশিত হয়। এইবার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তিনি এই পত্রিকার পারিচালন করিতে থাকেন। কলিকাতায় ভাল ভাল পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহা স্বত্তেও কেন যে মালদহে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি স্বয়ং গ্রাহকের বাড়ীতে গিয়া বুঝাইয়া আসিতেন।

খৃঃ ১৮৯৭—বাং ১৩০৪ সাল ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। সেই ভূমিকম্পে প্রেসটি গৃহ-ভঙ্গস্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ও অক্ষরাদি সরঞ্জাম সমুদায় যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং গৌড়দূতেরও প্রচার বন্ধ হয়। ইহাতে ইহার অপঘাত মৃত্যুই বলিতে হইবে।

---

* ইহা কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। আমার সহিত কথোপকথন কালে, তিনি দুঃখের সহিত ইহা বলিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান এবং দেশের ধনাগম বৃদ্ধির চেষ্টা

রাধেশচন্দ্র পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া মালদহ-বাসীর জীবন উন্নত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক বদ্ধিষ্ণু গ্রামে ও পল্লীতে গমন করিয়া, তিনি গ্রামবাসীকে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-বিধানকল্পে কত কথাই না বলিতেন! অল্প লোকেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত এবং অধিকাংশ লোকেই শুনিত না; কিন্তু তাহাতে তিনি দুঃখিত না হইয়া বলিতেন—"বেশ! একজনও ত বুঝিয়াছে। এই প্রকারে বারম্বার বলিলে—বুঝাইলে আর একজন শুনিবে, বুঝিবে; তাহা হইলেই হইল, একবারে, একদিনে মানবজাতি উন্নত হয় নাই"।

রাজনীতির আলোচনা এবং আন্দোলন কংগ্রেসের কৃপায় যখন দেশবাসী সকলে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন তখন মালদহে তাহার জন্য একমাত্র রাধেশচন্দ্রই প্রস্তুত হইলেন। আর কেহই ইহার প্রয়োজনীয়তাও বুঝিতেন না, বুঝিতে চাহিতেনও না। উকীল সম্প্রদায়ের মধ্যে "বিদেশী"ই অধিক, মালদহের জন্য তাঁহারা ভাবিতেন না। মালদহের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতিবর্ষে তিনিই কংগ্রেসে যাইতেন। দেশের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে একমাত্র রাধেশচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেহ যে কিছু বুঝিতেন না তাহা নহে, তাঁহারা উহার আন্দোলনে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন এবং রাধেশচন্দ্র কি করেন, কি বলেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেন।

মালদহ অঞ্চলে রেল হইবার পূর্ব্বে একমাত্র যাতায়াতের উপায় ও বে-বন্দোবস্তের বিষয় রাধেশচন্দ্রই রাজকর্ম্মচারিগণের গোচর করিতেন। মালদহে রেলওয়ের যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। মালদহে রেলওয়ে যাহাতে হয়, তাহার জন্য তিনি অনেক কাগজে লেখালেখি করিয়াছিলেন এবং এ বিষয় যাহাতে ছোট লাট সাহেবের কর্ণগোচর হয়, তাহার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

জমিদার ও প্রজার মধ্যে অসদ্ভাব ও মনোমালিন্য, মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্যকার্য্যের অপলাপ, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড, আদালত ও পুলিশ সম্বন্ধীয় অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে একা রাধেশচন্দ্রই অগ্রণী হইতেন। যাঁহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিত, তাঁহারা রাধেশচন্দ্রের শত্রু ও নিন্দুকরূপে তাঁহার অপকারের চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তাঁহার শত্রুসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দৈবক্রমে রাধেশচন্দ্র কোন কার্য্যে বিফল হইলে, শত্রুবর্গের তীব্র শ্লেষ-বাক্য তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিত ; কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ছিল, গাম্ভীর্য্য ছিল। তিনি সকলই নীরবে সহ্য করিতেন। তিনি কার্য্য-কারণ অনুধাবন করিয়া এই সকল নিন্দুকের শিক্ষা ও স্বার্থপরতার কথা বুঝিয়া আপনাকে সংযত রাখিতেন। তিনি কাহারও অপকার করিতে আদৌ চেষ্টিত হন নাই।

মালদহবাসীর অর্থাগমের পন্থা যাহাতে পরিষ্কার হয়, তাহার চেষ্টা তিনি বিবিধ উপায়ে করিতেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে তাঁতীদিগকে মালদহের প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের সৌভাগ্য-কাহিনী শুনাইয়া উৎসাহিত করিতেন। রেশম ব্যবসায়িগণকে রেশমসম্বন্ধে যথেষ্ট অর্থনীতি-বিষয়ক পন্থা বুঝাইয়া দিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাধেশচন্দ্রই অগ্রণী হইয়া স্বদেশীর ভাব বুঝাইবার জন্য উপদেষ্টার কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি সভাসমিতি করিয়া নিজে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশীর ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা হইতে স্বদেশীবিষয়ের বক্তাগণের আগমন হইত। এই সময়ে ইংরেজ-

স্বদেশী ভাণ্ডার

বাজারে "স্বদেশীভাণ্ডার" যৌথকারবার হিসাবে মূলধন বহু অংশে বিভক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই

মালদহ সমাচার

"মালদহ সমাচার" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রাধেশচন্দ্র এই সকলেরই পরামর্শদাতা ও উদ্‌যোক্তা ছিলেন। স্বদেশী ভাণ্ডারের একাংশে মালদহ সমাচারের মুদ্রাযন্ত্র রক্ষিত ছিল। তিনি এইরূপে স্বদেশীভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং যথেষ্ট পরিশ্রমসহকারে মালদহের এই ভাণ্ডারটির তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সময়ে তাঁহার "গৌড়দূত" বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিশেষ যত্নে "মালদহ-সমাচারের" উন্নতিসাধনে যত্ন করিতেন। "সমাচারের" কলেবর রাধেশবাবুর বিবিধ দেশহিতকর প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত। তিনি রাজকর্ম্মচারিগণের অন্যায় কার্য্য-কলাপের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে থাকিয়া তদনুরূপ বিবিধ প্রবন্ধ "সমাচারে" প্রকাশ করিতেন।

রাধেশচন্দ্র রাজার বিরুদ্ধে বা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রবন্ধাদি লিখিতেন না, যাহাতে দেশবাসীর হৃদয়ে রাজভক্তির হ্রাস হইত;

কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রিয়তা অত্যধিক ছিল বলিয়া রাজা ও প্রজার দোষের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ক্রমে "মালদহ-সমাচার" তাঁহার স্বাধীন চিন্তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রদান করিতে না পারায়, তিনি পুনরায় "গৌড়দূত" প্রচারে বদ্ধপরিকর হন এবং ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাস হইতে সাপ্তাহিক আকারে "গৌড়'-দূতের" পুনঃ প্রচার আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে পুরাতন মালদহবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা তাঁহার সহায় হন। সৌভাগ্যক্রমে পত্রিকা-খানিকে তিনি জীবিত রাখিয়া পরলোক গমন করিতে পারিয়াছেন।

স্বদেশী-আন্দোলন সকল জেলারই অনেক কর্ম্মী আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন জেলার উৎসাহী ব্যক্তিগণের কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে। ফলতঃ রাধেশচন্দ্র শেষ জীবনে স্বকীয় জন্মভূমিতে স্বদেশীয় এবং "বিদেশীয়" বহুবিধ কর্ম্মীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

তখন হইতে উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ সকল স্থানেরই সহায়তা আকৃষ্ট করিয়া মালদহের সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে থাকে। রাধেশচন্দ্র পূর্ব্বে "বিদেশীয়" লোক-দিগকে যে তিরস্কার করিতেন, এই সময়ে তাহা ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা

মালদহে ভূমিষ্ঠ এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত কলিকাতা বেঙ্গল-ন্যাশন্যাল-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের উদ্যোগে যখন মালদহে জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হয়, সেই আন্দোলনের মধ্যে ছাত্র-বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষকে মালদহের আর এক কর্ম্মবীর রূপে লাভ করি। এতদ্ব্যতীত এই সময়েই আরও দুইচারিজনকে দেশের কাজে খাটিবার জন্য পাওয়া গিয়াছে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক বলেন—"যেখানে আমরা জাতীয় শিক্ষা-বিস্তার-বিষয়ে কিছুই আশা করিতে পারি নাই, যাঁহাদিগকে আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট, অচেতন ও উদাসীন মনে করিতাম, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে স্বদেশ-সেবার আন্তরিক বাসনা দেখিতে পাইতেছি। যাঁহাদিগকে আমরা উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল অথবা অলস এবং বিলাসী মনে করিতাম, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এমন আছেন, যাঁহাদিগকে চালাইতে পারিলে তাঁহারা বিলাস ও আলস্য ভুলিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত শিক্ষা-সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন। যাঁহাদিগকে একেবারে অকর্ম্মণ্য মনে করিতাম, তাঁহাদের মধ্যেও জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনানুরূপ স্বাধীন ভাবে দল-গঠন এবং স্বাধীন কর্ম্ম করিবার শক্তি আমরা দেখিয়াছি; সুতরাং কাজের মধ্যে থাকিয়া শক্তির আধার এবং জাতীয় শিক্ষার উপযুক্ত কেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি এবং জাতীয় শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে।"

এই শিক্ষার আয়োজনে রাধেশ বাবুর উদ্যমের ক্রটি হয় নাই। তিনি কি ভাবে এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত আছে,—"সমিতির সভ্য, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার কর্ম্মী এবং সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ জাতীয় বিদ্যালয়ের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। মালদহ জেলার ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বিবরণ, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নিয়মানুযায়ী ঐতিহাসিক গল্প-সঙ্কলন প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং শিক্ষকদের উপকার সাধন করিতেছেন। ইনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী তত্ত্বাবধান এবং সময়ে সময়ে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শীঘ্রই ইহাঁর উদ্যোগে এখান হইতে একটি জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। আমরা রাধেশ বাবুর কর্ম্ম করিবার শক্তি বিশেষ ভাবেই অবগত আছি; সুতরাং আমাদের কর্ম্মে ইনি যোগদান করিয়া আশার সঞ্চার করিতেছেন। শিক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহাঁর পন্থা অনুসরণ করা বিধেয়।"

আপাততঃ মালদহ জেলার নানা স্থানে সহস্রাধিক ছাত্র জাতীয় শিক্ষা লাভ করিতেছে। তন্মধ্যে বৎসরে শতাধিক ছাত্র বিভিন্ন পল্লী হইতে সহরে আসিয়া মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির নিয়মানুসারে উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া থাকে। সরকারী শিক্ষাবিভাগের নিয়মানুসারে আজ কাল পল্লীর ছাত্রগণকে সহরে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হয় না। জাতীয় শিক্ষার আয়োজনে জেলার বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ছাত্রগণের দৃষ্টি প্রসারিত করিবার সুযোগ রহিয়াছে।

রাধেশ বাবু পরীক্ষা ব্যাপারে প্রশ্নকর্ত্তা, পরীক্ষক, পরিদর্শক এবং উৎসাহদাতা থাকিয়া পল্লীস্থ ছাত্র ও অভিভাবকগণের সাহস বৃদ্ধি করিতেন।

('মডার্ণ রিভিউ' হইতে সংগৃহীত)



রাজেন খগেন নবীন বানেশ্বর

এই বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে তিনি ছাত্রগণকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক উপদেশপূর্ণ বক্তৃতাদি দ্বারা তাহাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা এবং দেশের উন্নতি সাধনের বীজ বপন করিয়া দিতেন।

এই রূপে কার্য্য করিতে করিতে রাধেশচন্দ্র জাতীয়-শিক্ষার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। অবশেষে সহরের আদর্শ জাতীয়-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক পদগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইবার জন্য, নিজের ওকালতী ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র চেষ্টা লাভ করিলে, মালদহে জাতীয়-শিক্ষা-বিস্তার কিরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইত, তাহা আজ কেবল আশার স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে।

সম্প্রতি মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের চারিজন মালদহবাসী শিক্ষককে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহাতেও রাধেশ বাবু উৎসাহী ছিলেন এবং সকলকে যুক্তিতর্কে বশীভূত করিয়া এ জেলার ভবিষ্যৎ সামাজিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক কালে মালদহবাসীর এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা। এইরূপে রাধেশ বাবু মালদহের অশিক্ষিত নিশ্চেষ্ট সমাজকে অন্যান্য জেলার পার্শ্বে দাঁড়াইবার পক্ষে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।*

---

* এই ছাত্রগণ তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পরে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন—

	নাম	গ্রাম
১।	শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি	মুর্জ্জাদপুর
২।	শ্রীবানেশ্বর দাস	পরাণপুর
৩।	শ্রীনবীন চন্দ্র দাস	কালিয়াচক
৪।	শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র	খিদিরপুর

সপ্তম অধ্যায়

স্ত্রী-শিক্ষা

তাঁহার সংসারের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার উদার মত ছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়েদের স্বাধীনতা প্রদানে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি বাঙ্গালীর মেয়েদিগকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এদেশের নৈতিক জীবন আজিও এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় নাই যে, গৃহলক্ষ্মীদিগকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ওকালতী বা কেরাণীগিরি করিবার উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে।

রমণীকুলকে বঙ্গীয় সংসারের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করাই তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস ছিল। সন্তান প্রতিপালন, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, ভক্তি ও বিনয় শিক্ষাসহকারে কতিপয় প্রচলিত কুসংস্কার বর্জ্জন করাই তাঁহার মতে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গ। প্রথমে সংসারী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা, তৎপরে শরীর পালন সম্বন্ধীয় নিয়ম, সন্তান প্রতিপালন এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞানলাভ, শেষে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে অধিকারিণী হইলেই, স্ত্রীজাতির যথেষ্ট হইল তিনি বিবেচনা করিতেন। রমণীরা হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব ও লীলাবতী, খনা, সীতা, সাবিত্রী ও বেহুলা প্রভৃতির জীবনচরিত পাঠ করে, ইহাতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে যাহাতে বিবাদ উপস্থিত না হয়, একান্নভুক্ত পরিবার সংখ্যা যাহাতে এদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।

এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ রমণী-চরিত্র গঠন একান্ত প্রয়োজন, এবং সেই জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও স্বামীর হস্তে স্ত্রীশিক্ষার ভার ন্যস্ত করা সঙ্গত—তাঁহার নিজের মত এইরূপ ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সৎ বলিয়া নিজের মনঃপুত না হইলেও, সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি ছয় বৎসরকাল সম্পাদকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়

সাহিত্যক্ষেত্রে

রাধেশচন্দ্র আজীবন সাহিত্যসেবক ছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের "ছাত্র-হিতৈষিনীসভা" প্রতিষ্ঠা, "কুসুম" পত্রিকা প্রকাশ, "অরণ্য প্রয়াণ" কাব্য রচনা হইতে তাঁহার প্রাথমিক সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

"গৌড়বার্ত্তা" প্রচার দ্বারা দেশে শিক্ষা-বিস্তার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে রাধেশচন্দ্রের রচনা-শক্তিও বিকশিত হইতে থাকে। দেশের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বহু বিষয় লইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে গৌড়-বার্ত্তায় লেখাপড়া করিতে হইত। এজন্য তিনি সকল বিষয়ে অনুসন্ধান, বিচার, এবং মীমাংসার জন্য একাই পরিশ্রম করিতেন। অতি অল্প দিনেই রাধেশচন্দ্র ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ে অতি সহজ-সরল, অথচ শক্তিশালিনী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে মালদহের সর্ব্ববিধ ব্যাপারের শিক্ষক ও অধিকাংশ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক বা উৎসাহদাতা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; কাজেই তাঁহাকে একাই ছাত্র হইয়া সকল বিষয় অনুসন্ধান ও শিক্ষা করিয়া, তাহাই আবার শিক্ষকরূপে প্রবন্ধরচনা ও বক্তৃতাদ্বারা প্রচার করিতে হইত।

ইহার পর "গৌড়দূত" ও "মালদহ সমাচার" বাহির হইলে তিনি ঐ দুই পত্রে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা এবং অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং ফলপ্রসূ হইত।

"গৌড়বার্ত্তা," "গৌড়দূত" ও "মালদহ সমাচারে" প্রকাশিত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধরাজি তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। লোক-গ্রাহ্য সহজ, সরল ভাষায় লিখিত এই সকল প্রবন্ধে তিনি যে সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনভিজ্ঞ মালদহ জেলার সাধারণ লোকের বুঝিবার পক্ষে চমৎকার উপযোগী হইত। তিনি দেশকাল পাত্র ও বিষয়ের গুরুত্বানুসারে ভাষার ছন্দ স্থির করিয়া কি রচনায়, কি কথোপকথনে শ্রোতৃবর্গ ও পাঠকবর্গের আগ্রহ উৎপাদন করিতে পারিতেন।

সুবিখ্যাত মাসিকপত্র "সাহিত্যে" সর্ব্বপ্রথম তিনি স্বদেশের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে রাজশাহীর বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত রাধেশ-চন্দ্রের আলাপ হয়। অক্ষয়বাবুও এই সময়ে প্রত্নতত্ত্বালোচনায় মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়পাণ্ডুয়ার ইতিহাস আলোচনার জন্য এই সময়ে মালদহে প্রায়ই আসিতেন, আর সেই সূত্রে উভয় বন্ধুতে একই ক্ষেত্রে বিচরণ, একই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান এবং একই ভাবে আলো-চনা করিয়া সত্য ও তথ্য নিষ্কাশনে নিযুক্ত হন।

ঐই ভ্রমণ ও গবেষণার ফলে রাধেশচন্দ্র 'সাহিত্য'-পত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময়েই সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সহিত বন্ধুতাসূত্রে কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে রাধেশচন্দ্র সুপরিচিত হন এবং আদর লাভ করেন; এবং সাহিত্যপরিষদের সদস্য হইয়া বঙ্গের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের সংবাদ প্রাপ্ত হন।

ইহারই ফলে তিনি স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান এবং

উদ্ধার কল্পে নিজের বহুবিষয়িনী প্রতিভাকে আবার এক নূতন ক্ষেত্রে পরিচালিত করেন। কর্ম্মবীর রাধেশচন্দ্র ঐকান্তিকতার সহিত যাহাতে হাত দিতেন, তাহাই সফল করিয়া তুলিতেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। তাঁহার অনুসন্ধান ফলে, মালদহের কবির লিখিত এবং মালদহে প্রচলিত অন্যদেশীয় কবির লিখিত নানা বিষয়ে বহু প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার সাধিত হয়। ক্রমে যখন শতাধিক পুঁথি তাঁহার নিজগৃহে সংগৃহীত হইল, তখন তিনি তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই আলোচনার ফলে তিনি বলিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, মালদহের সৌধ-কীর্ত্তি সম্পদ্ যেমন অতুলনীয়, প্রাচীন সাহিত্য সম্পদ্ গৌরবে তদপেক্ষা বড় অল্প নহে। সংস্কৃত-সাহিত্যে গৌড়ের প্রভাব তিনি দেখাইতে বড় বেশী প্রলুব্ধ হন নাই, কারণ উক্ত ক্ষেত্রে গৌড়ের প্রাধান্য পণ্ডিত সমাজে সুবিদিত।

তিনি জেলার মধ্যে নবীন লেখক ও সাহিত্যসেবী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে আমরা অনেকে যথেষ্ট উপকারলাভ করিয়াছি। এ জীবনে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়া সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধে গভীর অনুসন্ধানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"গীতা-কৌমুদী" নামে সরল বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অনুবাদ তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিতা-রচনার এবং ভাষার উপর বিশেষ অধিকারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাট রূপ বর্ণন কালে তাঁহার সিদ্ধহস্তের তুলিকা সুন্দর শব্দ-বিন্যাসে সমর্থ হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের একসহস্র পুস্তক অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। বিশ্বরূপ বর্ণনা হইতে এ স্থলে তাঁহার অনুবাদের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

"তব দেহে দেব! করিছি দর্শন,
বৃন্দারকবৃন্দ আর ভূতগণ,
দেবেশ্বর ধাতা কমল-আসন,
দিব্য ঋষিগণ উরগচয়; ১৫

বহু-বাহু-নেত্র-বদন-উদর,
তবানন্ত রূপ করিছি গোচর
কিন্তু তব বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর!
আদি মধ্য অন্ত দৃষ্ট না হয়; ১৬

গদাচক্রধর কিরীটি! তোমার
হেরে তেজোরাশি হেন সাধ্যকার,
অনল তপন সম দ্যুতি যার,
অপ্রমেয় হেরি স্বরূপ তব; ১৭

জ্ঞাতব্য পরম অক্ষয় অব্যয়,
বিশ্বচরাচর তবাশ্রয়ে রয়,
নিত্য ধর্ম্ম রক্ষা তোমা হ'তে হয়,
সনাতন দেব তুমি মাধব! ১৮"

* * *

বহু বক্ত্র নেত্র, উদর বিশাল,
বহুবাহুপাদ, দশন করাল,
হেরি মহাবাহো! সেরূপ ভয়াল
ভীত জীব সব, আমিও ডরি! ২৩

নভঃস্পর্শী দীপ্ত নানাবর্ণধর,
বিশাল আনন লোচন ভাস্বর,
হেরিয়া কিরূপে বিষ্ণো বিশ্বেশ্বর
    শান্তি, ধৃতি আমি হৃদয়ে ধরি!" ২৪

* * *

বিকট-দশন ভয়াল বদনে
পাশে দুর্য্যোধন আদি বীরগণে,
কারো কারো শির চূর্ণিত দশনে
    দন্তপাশে কেহ সংলগ্ন রয়! ২৭
যথা বহুধারা প্রবাহিনীগণ,
    সাগরাভিমুখে করিয়া গমন
মিশে তায়, তথা নরবীরগণ
    তব বক্ত্র মাঝে প্রবিষ্ট হয়! ২৮

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রণাম করিতেছেন—

"নমি পুরোভাগে, পৃষ্ঠদেশে আর,
হে সর্ব্বস্বরূপ নমি চারিধার,
বীরত্ব বিক্রম অমিত তোমার,
    'সর্ব্ব' নাম তব, সর্ব্বগ হও; ৪০
না জানিয়া তব মহিমা এমন,
সখা ভাবি প্রীতিভাবে জনার্দ্দন!
'হে কৃষ্ণ'! 'যাদব'! আদি সম্বোধন
    করেছি, এ ত্রুটি যেন না লও!" ৪১

যদিও তিনি ক্ষুদ্র দুই চারি খানি পুস্তক ও পুস্তিকা ব্যতীত অন্য কোন। প্রকার সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, তত্রাচ তাঁহার প্রকাশিত

প্রবন্ধসমূহ একত্র করিলে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হইয়া পড়িবে। মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাহার সম্পাদক হইয়াছেন।

সুবিখ্যাত মাসিকপত্র "সাহিত্য," দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন রত্নগুলিকে লইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার একদল বলশালী সেবক সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন, আমাদের রাধেশচন্দ্রও সেই সময়েই আপনার শক্তি প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমানযুগের সাহিত্য-সমাজে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে মালদহবাসীর সকল দিকে জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের এবং কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপনের কর্ম্মীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই আজ আমরা জননীর সাহিত্যভাণ্ডার তাঁহার রচনা-রাশিতে সঞ্জীভূত দেখিতে না পাইলেও, কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বত্র তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। অল্পদিনব্যাপী জীবনে তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের কোথাও একটা বিরাট কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু কোথাও যে তাঁহার কীর্ত্তির অভাব নাই ইহাই তাঁহার জীবনের এক বিশেষত্ব। শিক্ষায়, দেশসেবায় সমাজসেবায়, সাহিত্যালোচনায় তাঁহার রোপিত বীজই আজ ফলফুলে বিকশিত বৃক্ষের ন্যায় মালদহবাসীকে ছায়া ও ফলদানে মনুষ্যত্ব লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে—তাঁহার জীবনকাল ক্ষুদ্র হইলেও, কেবল এই জন্যই তাহা ধন্য, প্রশংসার্হ এবং অনুকরণীয়।



নবম অধ্যায়

গৌড়ীয় প্রত্নতত্ত্বে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রাধেশচন্দ্রের পূর্ব্বে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার আরম্ভ হয় নাই তাহা নহে। হণ্টার, রাভেনশা প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ এবং গোলাম হোসেন গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিষয় অনুসন্ধান দ্বারা উঁহাদের বহু জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, রাধেশচন্দ্র জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু ব্যাপার হইতে অনেক নূতন কথা, নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মহাভারতের প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যে হজরৎ পাণ্ডুয়া ইহা তিনি অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত সকলের কাছেই প্রকাশ করিতেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া হজরৎ পাণ্ডুয়া যে পৌণ্ড্র-নগর ছিল, তাহার প্রমাণ সংগ্রহে তিনি যথেষ্ট চেষ্টিত ছিলেন; কিন্তু বহুপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজে কতকটা এ বিষয়ে পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেও, নিঃসন্দেহে এই হজরৎ পাণ্ডুয়াই যে সেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাহা প্রমাণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সম্প্রতি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধি-বেশনে "পাণ্ডুনগরের মুদ্রা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও দুইটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত হয়। তাহা রাধেশচন্দ্রের অনুসন্ধান লব্ধ পরিশ্রমের শুভ ফল। মুদ্রা দুইটির প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়-ভাব অবগত হইতে হইলে, তাঁহার প্রবন্ধের কিয়দংশের উল্লেখ আবশ্যক :—

"এই মুদ্রা দুইটি আমার মনে মহা মূল্যবান বলিয়া ধারণা হইয়াছে। বঙ্গলিপির বয়স ও প্রাচীনকালের বঙ্গলিপির আকৃতি নির্ণয়ে, এতদঞ্চ-

লের তামসযুগের ক্ষীণ-ঐতিহাসিক-আলোক-রেখা-সম্পাতে, পুণ্ড্রদেশের অবস্থান নির্ণয়ে সন্দেহবর্দ্ধন বা দূরীকরণ এবং অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবধারণে মুদ্রা দুইটি সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" মুদ্রা দুইটি সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—২৩৯ শকাব্দায় বা ৩১৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুনগরের রাজা দনুজ-মর্দ্দন দেব রাজত্ব করিতেন।" তৎপরে "৪১৪ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রদেব পাণ্ডু-নগরের রাজা ছিলেন।" তৎপরে বলিয়াছেন "খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতা-ব্দীতে পাণ্ডুয়া বা পাড়ুয়া, পাণ্ডনগর বা পাণ্ডুনগর নামে পরিচিত ছিল।"

তিনি প্রাচীন গৌড়ের শিল্পেতিহাসের উপাদান সংগ্রহেও যত্নবান্ ছিলেন। তিনি গৌড় ও পাণ্ডুয়াকে যে কত ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার সহিত গৌড়াদি ভ্রমণে গিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রনয়ণে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও যত্ন ছিল, কিন্তু দুর্জ্জয় নিষ্ঠুর কাল তাঁহার সে বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে অবসর দিল না।

তিনি "মালদহের ভূগোল" নামে একখানি ভৌগোলিক পাঠ লিখিতেছিলেন, তাহা আমি দেখিয়াছি, তিনি উক্ত পুস্তকখানি এমত কৌশলে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাহা সম্পূর্ণ হইলে প্রাচীন গৌড়ীয় ভৌগোলিক সত্য সুন্দরভাবে মীমাংসিত হইবার অনেকটা সুবিধা হইত। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ত পতিত থাকিত। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যাপারের সহিত প্রাচীন গৌড় ও পুণ্ড্রের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে অতি কষ্ট-সাধ্য পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

গৌড়ীয় প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে তিনি মালদহের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে নিয়ত প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার প্রতিভা

তাঁহাকে বাঞ্ছিত সন্ধান মিলাইয়া দিত। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী প্রবন্ধাকারে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত।

মালদহের প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিচয়দানের জন্য তিনি এতাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি বলিতেন, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে না পারিলে, মালদহের প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সংস্কৃত-সাহিত্যে গৌড়ের প্রভাবের বিষয় বলিবার আদৌ প্রয়োজন নাই, কারণ উক্ত ক্ষেত্রে গৌড় উজ্জ্বল আলোক-মালায় শোভিত রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যে গৌড়ের পরিচয় আমাদিগকে এখন দিতে হইবে, দেখাইতে হইবে বঙ্গ-সাহিত্যে মালদহ বড় হীন ছিল না। সুতরাং তিনি এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ শতাধিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সুন্দররূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু পুঁথিগুলি অনিবার্য্য কারণে কীট দ্বারা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ভ্রাতা রাখাল চন্দ্র শেঠ উকিল হইয়া জ্যেষ্ঠের নিকট মকদমপুরে সপরিবারে অবস্থান করিতেন, কালের কুটীল নিয়মে অকালে রাখালচন্দ্রের মৃত্যু হইলে রাধেশচন্দ্র উন্মনা হইয়া পড়েন এবং কিছুদিন কোন কাজকর্ম্ম বা সাহিত্যালোচনা না করিয়া নিয়ত মুহ্যমান থাকিতেন। ভ্রাতৃশোকে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র বাহুবল, একমাত্র আশা ভরসা যাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, সেই প্রিয় ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে এবং তাঁহার স্ত্রীর ক্রন্দনে, রাধেশচন্দ্রকে বাতুলবৎ করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু ভগবৎ কৃপায় তিনি অল্প দিবসেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন এবং কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময়ে যখন পুঁথিগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন দেখিলেন উই পোকায় সমুদায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যখন তিনি সংগৃহীত পুঁথিগুলি মৃত্তিকাস্তুপবৎ

দেখিলেন, তখন দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন "আবার এক ভ্রাতৃ-বিয়োগের শোক আমাকে অভিভূত করিল।"

বাস্তবিক, স্বদেশ-প্রীতি ও সাহিত্যানুরাগ এবং দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনকে তন্ময় করিয়া তুলিয়াছিল।

দশম অধ্যায়

গৌড়ীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বে তিনি সেই কার্য্যের শুভাশুভ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিতেন, কিন্তু একবার কার্য্যে ব্রতী হইলে সহজে তাঁহাকে কেহ সেই কার্য্য হইতে ফিরাইতে পারিত না। তিনি "মালদহের শিল্প ইতিহাসের উপাদান" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া গৌড়ীয় শিল্প ও বাণিজ্যের একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে যাহাতে শিল্পশিক্ষার উন্নতি সাধিত হয় এবং ছাত্রগণ শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহী হয়, তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন করিতেন। দেশের প্রাচীন শিল্পিবংশগুলিকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহারই উদ্যোগে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দে রেশমশিল্প শিক্ষার্থ জাপান গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র পাল শিল্পশিক্ষার্থ মালদহ হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছিলেন।

মালদহবাসী যাহাতে দারিদ্র্যের পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সুখ সচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতে পারে, তাহার সর্ব্ববিধ চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পূর্ব্বে মালদহে বিদেশ হইতে কি পরিমাণে অর্থপ্রাপ্তি হইত এবং তখন এদেশবাসী কিরূপ সুখশান্তিতে অবস্থান করিতেন, তাহার কথা রাধেশচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্র হইতেই প্রদান করিলাম—

"শতবৎসর পূর্ব্বে বস্ত্র-বাণিজ্যে বাঙ্গালার কোন স্থান মালদহের তুল্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শতবর্ষ পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ

লেখক * স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন—"কি সম্ভ্রান্ত, কি গরীব, সকল পরিবারের স্ত্রীলোকেই সূত্র-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অন্ততঃ পাঁচলক্ষ টাকা মূল্যের কার্পাস হইতে ২৫ লক্ষ টাকার সূত্র প্রস্তুত করিয়া তাহারা প্রতি বর্ষে ২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিত। এতদ্ব্যতীত "সুজনী" নামক সুদৃশ্য ও মজবুত কাঁথাও তাহারা প্রস্তুত করিত, তাহাতেও প্রচুর টাকা তাহাদের গৃহে আসিত।" *

মালদহী বস্ত্র বয়ন জন্য সেই সময়ে মালদহ নগর ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম সমূহে অন্যূন ৮০০০ তাঁত ছিল। এই সকল তাঁতের প্রত্যেকটিতে মাসিক ২০৲ টাকার কম লাভ হইত না। এই হিসাবে মালদহী বস্ত্র হইতে মালদহের তাঁতিগণ অন্ততঃ দেড়লক্ষ টাকা লাভ করিত। †

পুরাতন মালদহের মোকাতিপুর গ্রামে এই সময়ে ৭৫০ ঘর তন্তুবায় ছিল, এবং বুলচাঁদ শেঠ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বণিকের কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র কলিকাতা হইতে জাহাজ যোগে বিদেশে রপ্তানী হইত ইহা আমরা তাঁহার দৌহিত্রীর নিকট শুনিয়াছি। এখন পুরাতন মালদহে এক খানিও তাঁত নাই।"

এই কয়েকখানি গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির কথা ও তাঁহারই স্বজাতীয় সুখসচ্ছন্দতার কথা বলিয়াই যে তিনি নিরস্তছিলেন তাহা নহে। তিনি দিবারাত্রি সেই প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখিতেন। কতই কল্পনা তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হইত ও মুছিয়া যাইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। একা রাধেশচন্দ্রই এই সব প্রাচীন সুখ-স্বপ্নের সহিত ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের মিলনে যত্নবান্ হইতেন।

* Buchanan.

† মালদহের শিল্প ইতিহাসের উপাদান।

একাদশ অধ্যায়

সাহিত্য-সম্মিলনে

সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ নিবন্ধন তাঁহাকে রঙ্গপুর, বগুড়া, ভাগলপুর, প্রভৃতি স্থানে সাহিত্য-সম্মিলনে আগ্রহের সহিত যোগদান করিতে এবং সম্মিলনের শুভ কামনা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল যে মালদহে একবার উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন করিবেন। মালদহে সাহিত্য-সেবক, কর্ম্মী পুরুষগণের পদধূলি পাতিত করিয়া মালদহের তন্দ্রাতুর নেত্র উন্মীলন করিবেন। সেই একদিন হোসেনি আমলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সপার্ষদ গৌড়ে আগমনে বহু কর্ম্মী সাধু মহাত্মাগণের পদধূলি পড়িয়া মালদহ পবিত্র হইয়াছিল। সেই একদিন মালদহের কর্ম্মময় জীবনের সজীবতার দিনে পণ্ডিত মণ্ডলীর আগমন হইয়াছিল। আর একবার কর্ম্মহীন, জীবনহীন, স্পন্দনহীন, মৃত মালদহকে মহানিদ্রার ক্রোড় হইতে জাগরিত করিবার জন্য রাধেশ চন্দ্রের হৃদয়ে পণ্ডিতগণের পদধূলি প্রাপ্তির বাঞ্ছা হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি গৌরীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে সাধুজন সমক্ষে মালদহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সাহিত্যিকগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।

গতবৎসর (১৩১৭ বঙ্গাব্দে) মালদহে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। মালদহের সম্মানরক্ষার্থ তিনি এই সম্মিলনের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সম্মিলনের সঙ্গে

গম্ভীরা * ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক প্রদর্শনী, গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভ্রমণ, বাঁহিচ † প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার এবং কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয়। বহুদিন তাঁহার কর্ম্ম বঙ্গের আদর্শ হইয়া থাকিবে।

যে দিবস বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে "রাধেশচন্দ্র-জাতীয়-শিক্ষা-বৃত্তি" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই দিন পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মালদহের সম্মিলনের কথা তুলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবু বলিয়াছিলেন "শিল্প সম্বন্ধে সম্মিলনে কীদৃশ ভাবে প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা রাধেশচন্দ্র সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।" এই সম্মিলনে রাধেশচন্দ্র, সমবেত সাহিত্যিক ও অপরাপর শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অৰ্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে এককর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত করিয়া অতিচমৎকাররূপে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

---

* মালদহে চৈত্র বৈশাখ মাসের গম্ভীরা নামক শিবোৎসবকালে যে নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে তাহা এই উপলক্ষে দেখান হয়। কয়েক স্থানের গম্ভীরা-সঙ্গীত-সম্প্রদায় আনীত হইয়াছিল এবং গীত সমাপনান্তে তাঁহাদের মধ্যে পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল।

† মালদহে শারদীয় পূজার পর প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় ব্যাপার লইয়া নৌকার বাঁহিচ হয়। এই জন্য বহুদাঁড়বিশিষ্ট বৃহৎ নৌকাসমূহ সজ্জিত করা হয়, গাহিতে গাহিতে সজ্জিত দাঁড়ীমাঝিরা কৌশল পূর্ব্বক নৌকাচালন করিয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অসুস্থাবস্থা

মালদহে সাহিত্য-সম্মিলন হইবার প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি পুরাতন জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন। জ্বরগ্রস্থ শরীরেই তাঁহাকে গৌড়-দূত কার্য্যালয়ে বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছি। এই অবস্থায়ই তাঁহাকে আপন গৃহে বসিয়া গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক তথ্যাবিষ্কার জন্য পরিশ্রম করিতে ও প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়াছি। সম্মিলনের সময়েও তাঁহার এই জ্বর ছিল, আর তাহার উপরেই তাঁহার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম চলিতেছিল। কিন্তু তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া রোগ যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় আমি এক দিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"আপনার শরীর বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, আপনি কিছুদিন স্থানান্তরে গমন করুন, চিন্তা ও পরিশ্রম ত্যাগ করুন।" তাহার উত্তর আমাকে যাঁহা দিয়াছিলেন তাহা অতি অদ্ভুত! তিনি বলিয়াছিলেন—"এ প্রকার জ্বরে আমার কিছু হইবে না। উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন মালদহে হইবে। শরীর নষ্ট হইয়া যায় যাক্, সম্মিলনের পর শোধরাইয়া লইব।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে সম্মিলনের জন্য কি কি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ কাজ করিতে হইবে, তাহারই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এক দিন খুব জ্বর, দুই দিন সাগু খাইয়া আছেন, আমি দেখা করিতে গিয়া দেখি তিনি বহু কার্য্যে ব্যস্ত। আমি তাঁহাকে সে দিনকার মত

কোন কাজ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলে তিনি আমাকে কতিপয় কার্য্যের ভারার্পণের পর শীঘ্র বিদায় হইতে বলিয়া, কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

সম্মিলনের সময়ে ভিতরের যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া তিনি সদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত তাঁহার কোন প্রকার পীড়া-জনিত যন্ত্রণা আদৌ নাই।

সম্মিলন শেষ হইয়া গেলে, তাঁহার উপর বিবিধ কর্ম্মভার ন্যস্ত হইল। রিপোর্ট লিখিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

কয়েকখানি মাসিক পত্রিকায় তিনি লিখিতেন, কিন্তু প্রায় দেড়-বৎসর হইতে আর বড় লিখিতেন না। আমার সহিত কোন কোন পত্রিকার সম্পাদকের দেখা হইলে তাঁহারা রাধেশচন্দ্রের সমাচার আগ্র-হের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, "আর কিছু লেখেন না" বলিয়া দুঃখিত হইতেন।

শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল—বল কেবল হৃদয়েই ছিল। "দেশের কিছুই করিতে পারিলাম না" ভাবিয়া তিনি আরও মর্ম্মাহত হইতেন।

যখন মৃত্যুর সন্নিকটে অগ্রসর হইতেছেন বুঝিলেন, তখন 'যদি ভাল হই, যদি দেশের জন্য কিছু করিতে পারি' এই চিন্তাতেই তিনি কলিকাতায় সপরিবারে আগমন করেন। কখনও আরোগ্য হইবেন বলিয়া আশা হইত, কখনও আর আরোগ্য হইবেন না বুঝিয়া সকলে মর্ম্মাহত হইতেন। কিন্তু তিনি শেষ জীবনে আরোগ্যের জন্য, বাঁচিবার জন্য কোন প্রকারই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না; যেন শান্তির রাজ্যের ছবি খানি দূরে দেখিয়া আপন মনে আপনি বিভোর থাকিতেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উপসংহার

এই জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দেখিলাম আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে কয়টী শুভানুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে মালদহের রাধেশচন্দ্র সকল গুলিরই সহিত পরিচিত থাকিয়া "নিজ-বাস ভূমে" তাহাদিগকে প্রবর্ত্তন করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যমে, মালদহ জেলা আধুনিক যুগের কর্ম্ম ও চিন্তা শক্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া বঙ্গ-সমাজকে স্বকীয় বিশেষ দান দ্বারা পুষ্ট করিবার পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী কর্ম্মবীরগণের মধ্যে রাধেশচন্দ্র একজন উজ্জ্বল মূর্ত্তি। যাঁহারা কর্ম্মযোগের উপাসক তাঁহারা এই ক্ষুদ্র জেলার সাধককে ভুলিতে পারিবেন না। রাধেশচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা বিস্মৃত হইলে, আধুনিক বাঙ্গালার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে।

তিনি দেশের হিতসাধনই জীবনের ধর্ম্ম বিবেচনা করিতেন। সমাজের প্রাচীন সংস্কারগুলি যথোচিত পরিবর্ত্তন করিয়া সামাজিক কার্য্যকলাপে নূতন ভাব সঞ্চার করিবার চেষ্টায় তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের বিদেশ গমনে তাঁহার উৎসাহ ছিল।

জাতিভেদ প্রথার পরিশোধন কল্পে তিনি নিজ জাতির মধ্যে আন্দোলন করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, লোক-শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রের যাবতীয় বিভাগই তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলভোগ করিয়াছে। জাতি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তিনি গ্রিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিত রাজ-কর্ম্মচারি-

গণের সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান, প্রাচীন তথ্য সঙ্কলন এবং পুঁথি সংগ্রহে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিবিধান এবং উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে। তিনি সাহিত্য-সেবা দ্বারা বঙ্গের সাহিত্যিকগণকে সাহায্য এবং নিজ জেলার যুবকমণ্ডলীকে সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন।

তিনি শিল্পের উন্নতি সাধন এবং শিল্পিগণের অর্থাগম বিষয়ে চিন্তা ও কর্ম্ম করিয়া এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া ধনসম্পদ বৃদ্ধির আন্দোলনে সহায় হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস, কন্ফারেন্স, সম্মিলন, প্রদর্শনী প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিয়া রাষ্ট্রীয়, শিল্প সম্বন্ধীয় এবং সাহিত্যিক কর্ম্মে যোগদান করিতেন, এবং সকল বিষয়ে মালদহের সহিত বিশাল জাতীয় কর্ম্মের সংযোগ বিধান করিতেন।

গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের কর্ম্ম যথোচিত সমালোচনা করিয়া তিনি দেশীয় লোকদিগকে রাষ্ট্রনীতিতে শিক্ষিত করিয়াছেন; এবং তাঁহার আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বহুবিধ স্থানীয় সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রয়োজনানুসারে তিনি পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা করিয়া সমাজকে নানা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। স্বীয় জন্মভূমির প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিয়া তিনি আধুনিক কালে অনেকের মধ্যে সৎসাহস, কর্ম্মতৎপরতা এবং জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারে অর্ণবপোতব্যবহারকারী মালদহের ভিখু সেখ, বুলচাঁদ শেঠ প্রভৃতি গৌড়ীয় কর্ম্ম ও চিন্তা বীরগণ বহুব্যক্তির জীবনে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন।

এই সকল কর্ম্মে বহুকাল তিনি একাকী ছিলেন। পরে যখন অন্যান্য কর্ম্মিগণের সহায়তা পাওয়া গেল তখনও তিনি উদ্যম ত্যাগ করেন নাই, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে সহযোগী পরিশ্রমী

ও উৎসাহী যুবকগণকে পাইয়া তিনি চতুর্গুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়াছিলেন। কাজের সুযোগ দেখিতে পাইলে তিনি রোগ, শোক, বাধা বা স্বার্থহানি প্রভৃতি কিছু মানিতেন না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাধেশচন্দ্রের নামে একটি বৃত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় রাধেশ বাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই দানপত্রে লিখিত আছে,—

"পরলোকগত শ্রীযুক্ত রাধেশ চন্দ্র শেঠ বি, এল, মহাশয় জীবিত কালে মালদহ জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক মালদহ সমাজের হিতসাধনে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে উদ্যোগী হইয়া আজীবন তাঁহার নানা বিষয়িণী প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিতেন।

শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার অধ্যবসায় অনেক মালদহবাসীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্য-সেবা সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত। ঐতিহাসিক প্রবন্ধরাজির দ্বারা তিনি মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের প্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ইহাঁর স্মৃতি সংযুক্ত করিয়া রাখিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই ইচ্ছা স্বাভাবিক।"*

---

* এতদুদ্দেশ্যে আমি আপনাদের হস্তে ৬০০৲ সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা নিম্নলিখিত সর্ত্তে এই সামান্য দান গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব—

(১) কোম্পানীর কাগজে অথবা অন্য কোন স্থায়ী কার্য্যে আপনারা এই টাকা লাগাইবেন।

রাধেশ বাবু বিবিধ দেশহিতকর কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দু'একটি স্বার্থত্যাগের পরিচয় প্রদান অসঙ্গত হইবে না।

ওকালতীতে তাঁহার যথেষ্ট পশার হইয়াছিল। কিন্তু প্রবঞ্চনাদি ব্যাপারে তিনি আদৌ লিপ্ত হইতে চাহিতেন না, এজন্য তাঁহাকে ব্যবসায়-সূত্রে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যকথা বলিতে গিয়া, তাঁহার প্রতি এক ধনি-সম্প্রদায় এত বিরক্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য উকীলের হস্তে আপনাদের সমস্ত কার্য্য ভার দেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষতি হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত করেন নাই।

এতদ্ব্যতীত আর একটি অনিবার্য্য কারণে তাঁহাকে বার্ষিক ৬০০৲ লাভের একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দেশের মুখ চাহিয়া তিনি তাহাও অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন।

---

(২) ইহার বার্ষিক সুদ হইতে আপনারা একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিবেন।

(৩) এই বৃত্তির নাম রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষা-বৃত্তি থাকিবে।

(৪) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

(৫) পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন, প্রাপ্ত প্রবন্ধ পরীক্ষা, বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আপনারা উপযুক্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমিতি গঠন করিবেন।

(৬) বৃত্তি প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) এই দান পত্র আপনাদের প্রত্যেক পত্রিকা, কার্য্যবিবরণী প্রভৃতি মুদ্রিত পত্রিকায় উপযুক্ত স্থানে প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীচে বৃত্তি প্রাপ্ত প্রবন্ধের নাম, এবং প্রবন্ধ লেখকের নাম ধাম প্রতিবৎসর যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে।

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর মালদহে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহার কয়েক বৎসর পরে পুনশ্চ দুর্ভিক্ষ দুই তিন বৎসরব্যাপী যন্ত্রণা প্রদান করে। এই শেষোক্ত সময়ে রাধেশচন্দ্র যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে কতিপয় উপায় অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর সাহায্য করিয়াছিলেন। ধনিগণের নিকট গমন করিয়া অর্থসাহায্য দ্বারা কাহাকেও অন্নছত্র খুলিয়া অন্নদানের ব্যবস্থায় প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিতেও দেখিয়াছি।

রাধেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর "বসুমতী" নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"গত সোমবার কলিকাতায় মালদহের প্রধান উকীল রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। শেঠ মহাশয়ের অকালমৃত্যুর শোচনীয় সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তিনি মালদহের গৌরব ছিলেন। তাঁহার মত স্বদেশভক্ত, সাহিত্যের সুহৃৎ, সদনুষ্ঠানের সহায় বাঙ্গালায় অধিক নাই। প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার অনুরাগ ছিল। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার, মালদহে জাতীয় জীবনের উৎস-প্রতিষ্ঠা রাধেশচন্দ্রের জীবনের স্বপ্ন ছিল। তিনি মালদহের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক, বহু অনুষ্ঠানের নেতা ছিলেন। তাঁহার সৎসাহস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দেশভক্তি ও সাহিত্যানুরাগ দেশবাসীর আদর্শ হইয়া থাকুক! ভগবান তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুণ। রাধেশ বাবুর বিয়োগে কেবল মালদহের ক্ষতি নয়, সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার আরব্ধ বহু ব্রতই অপূর্ণ রহিল। কে তাহার পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন করিবে?"

আমরা মালদহের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি। মালদহের ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে বিনয়বাবুর উক্তি অনুসরণ

করিয়া আমরাও তাঁহাদিগকে আশান্বিত হৃদয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বলি। "যে শক্তির যথোচিত সঞ্চালন ও সমাদরের অভাবে এদেশ একেবারে দুর্ব্বল ব'লে বোধ হচ্ছিল—স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে তাহাকে জাগাইলে অনেক কাজ হইবে। রূপ সনাতনের রাজনৈতিক পারদর্শিতা ও ধর্ম্মভাব এখনও তিরোহিত হয় নাই। জীব গোস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এখনও হয়ত অতি সামান্য গ্রামের কুটীরে যত্নাভাবে মলিন হ'য়ে আছে। ভারত-চন্দ্র, চণ্ডিদাস, জয়দেবের রচনা-কৌশল, বাক্য-বিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরার গীতকর্ত্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়। বিষহরির গানেও চিন্তা-শক্তির এবং ধর্ম্ম-প্রাণতার আভাষ অনেক আছে। সাহাপুরের কবি হরিমোহন "ওহে হর, এই ভবেতে তাঁতবুনা কাজ খুব ভালই জান" শীর্ষকগানে রামপ্রসাদের মত সাধকভাব, ভক্তি এবং চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল প্রকার চিন্তা-শক্তিকে একত্র করবার জন্য সকল গম্ভীরাওয়ালাদের মধ্যে একতার ভাব আন্‌তে হবে। তাহাদিগকে বুঝাতে হবে গম্ভীরায় যে কেবল এক এক পাড়ায় তিন দিন আমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙ্গালী জাতির কাজ হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালীর চিন্তা-শক্তি, বাঙ্গালীর সভ্যতা, বাঙ্গালীর আদর্শ গঠন করিবার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।"

"যে মালদহ এতদিন অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল সেই মালদহই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সকলের আদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। নেতারা মালদহের মত স্থানকেই দেশের আত্মশক্তির আধার মনে করিতে শিখিয়াছেন। সকল জেলাকেই মালদহের মত স্বাধীন জীবিকা-প্রিয় তৈয়ারী করা দরকার। মালদহ এখন আর পশ্চাৎপদ নাই। মালদহই অনেকের নেতা ও শিক্ষক—জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন।"

মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির
সাহিত্যালোচনা বিভাগের
বিজ্ঞাপনী

মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতি বঙ্গদেশস্থ জাতীয়শিক্ষাপরিষদের নিয়মানুসারে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির উদ্দেশ্য—

ক। বিবিধ উপায়ে সমাজে শিক্ষা বিস্তার করা,—

(১) নিম্নশিক্ষাকে যথাসম্ভব অবৈতনিক করা,

(২) স্থানে স্থানে নৈশ বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা প্রভৃতি স্থাপন করা,

(৩) বালিকাদিগের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা,

(৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ, পত্রিকা বা পুস্তকাদি প্রকাশ করা, এবং

(৫) শিক্ষাসম্বন্ধী বিষয়ে প্রবন্ধপ্রতিযোগিতার দ্বারা সাধারণকে উৎসাহিত করিয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন বিস্তৃত করা।

খ। শিক্ষকদিগের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা—

(১) ইহাদিগকে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত বা সুধীমণ্ডলী-প্রভৃতি বিদ্যার জীবন্ত উৎস ও কেন্দ্রস্থলে প্রেরণ,

(২) ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য উপযুক্ত ধুরন্ধরগণের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ,

(৩) বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়াদির শিক্ষাপ্রণালী ও কার্য্যনির্ব্বাহ প্রভৃতি পরিদর্শনের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা,

(৪) বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও বিজ্ঞানালয়ের উন্নতি সাধন করিয়া স্বক্ষেত্রে উন্নত চিন্তা ও গবেষণার সহায়তাবিধান, এবং

(৫) দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তিগণের শুভাগমনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ।

গ। শিক্ষকদিগের দ্বারা নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করাইয়া অধ্যাপনাকার্য্যের সুবিধান এবং জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করা।

ঘ। অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাদান, শিক্ষাবিস্তার, পরোপকার ও লোকহিতবিধায়ক বিবিধ সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার্থিগণের প্রকৃত নৈতিক চরিত্র গঠন ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তা করা।

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জেলার মধ্যে বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমিতি সাহিত্যালোচনা, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, শিল্পের নিদর্শন ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে—

(১) আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, প্রভৃতির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া অর্থসাহায্য দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতায় উৎসাহ প্রদান করা, এবং

(২) মালদহ জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা—গম্ভীরার গান, বিষহরির

গান, প্রাচীন পদ ও কবিতাপ্রভৃতি স্থানীয় লোকসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করা।

সুতরাং মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতিকে একদিক হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের মালদহস্থ শাখাসমিতিরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সাহিত্যালোচনা বিভাগ

১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে ইহার অধীনে সাহিত্যালোচনা বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির বিশেষ সভ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

৺রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল্ (মৃত্যু পর্য্যন্ত সভ্য ছিলেন)
শ্রীআদিত্য নাথ মৈত্র, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্. এ., বি.এল্.
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী
শ্রীহরিদাস পালিত শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি. এ.
শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ,
শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি. এল্.
(সম্পাদক)

মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সাহিত্যালোচনাবিষয়ক প্রথম পাঁচ বৎসরের সম্পন্ন কার্য্য (১৯০৭ জুন—১৯১২ ফেব্রুয়ারি)—

(১) স্থানীয় গম্ভীরা উৎসবোপলক্ষে রচিত গীতের জন্য মুকুন্দপুর "বোল্‌বাই সম্প্রদায়কে" একটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইয়াছে (১৯০৯ সাল)

(২) গম্ভীরার বিবরণ ও ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য পুরস্কার যে ঘণা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে "আদ্যের গম্ভীরা" নামক একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। সেই প্রবন্ধ বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) প্রায় ১০০০ প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল (১৯০৯)। কোন কোন পুঁথি অবলম্বন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'বাণী' ও 'সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পাদককর্ত্তৃক ভাগলপুর-সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত হইয়া মুদ্রিতাকারে বিতরিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫) সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার প্রণীত কয়েকটি প্রবন্ধ 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'সুপ্রভাত' এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৬) বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ., বি. এস্. সি, বিদ্যাভূষণ রচিত The Economic Botany of India নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রায় ২০০০ কাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও ধনবান্ ব্যক্তিগণকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকা এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত "ভারতীয় ষষ্ঠ শিল্প-সম্মিলনে" পঠিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণীতে

প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা Modern Review পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৭) মালদহ-আদর্শজাতীয়বিদ্যালয়ের শিক্ষক (সম্প্রতি আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত-লিখিত "প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চ্চা" নামক একটি প্রবন্ধ "ঐতিহাসিক চিত্র" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৮) সানিহাটী (ঢাকা) জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক (সম্প্রতি আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী লিখিত "মালদহের ভৌগোলিক বিবরণ" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মালদহের বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইতেছে।

(৯) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনের কার্য্য নির্ব্বাহকল্পে মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির সভ্য, শিক্ষক এবং ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সম্মিলনের বিবরণ প্রকাশের ভার ইঁহাদেরই হস্তে রহিয়াছে।

এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা উৎসবে বহরমপুরের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্. এ., সি. এস্ মহাশয়ের প্রশংসাপ্রাপ্ত গীতরচনাকারীকে একটী রৌপ্য পদক দত্ত হইয়াছিল।

(১০) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত "অন্নসংস্থান" নামক একটি প্রবন্ধ ময়মনসিংহসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত এবং বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে।

(১১) শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থ "অর্থকরী উদ্ভিদ বিদ্যার" ভূমিকা ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

(১২) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "The Hindu University—what it means" নামক হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক প্রবন্ধ 'The Collegian' নামক শিক্ষাবিষয়ক ইংরাজী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছে।

(১৩) ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কার্য্যে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা এবং অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবিগণের তত্ত্বাবধানে কতিপয় ছাত্রকে শিক্ষিত করা হইতেছে।

(১৪) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় লিখিত "আদ্যের গম্ভীরা" নামক সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত এবং প্রায় চতুর্গুণিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ সূচী প্রদত্ত হইল—

প্রথম খণ্ড

গম্ভীরার বিবরণ

প্রথম বিভাগ

আধুনিক গম্ভীরা

প্রথম অধ্যায়—গম্ভীরা শব্দের ব্যুৎপত্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়—গম্ভীরোৎসবের কেন্দ্রসমূহ

তৃতীয় অধ্যায়—মালদহের গম্ভীরা

প্রথম পরিচ্ছেদ—পরিচালনা ও শাসন পদ্ধতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গম্ভীরা উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—গম্ভীরার নৃত্য গীতাদির বিবরণ

চতুর্থ অধ্যায়—বাঙ্গালদের গম্ভীরা

পঞ্চম অধ্যায়—বর্ত্তমান রাঢ়ীয় গম্ভীরা

ষষ্ঠ অধ্যায়—শিবের গাজন

সপ্তম অধ্যায়—ধর্ম্মের গাজন

অষ্টম অধ্যায়—উৎকলীয় গম্ভীরা

নবম অধ্যায়—উপসংহার

গম্ভীরা জেলাগত বা ব্যক্তিগত নহে
গম্ভীরায় সামাজিকতা
,, ধর্ম্ম
,, সাহিত্য
,, কলাবিদ্যা

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার পরিচয়

প্রথম অধ্যায়—গাজনের প্রাচীনত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ—বৈদিক সাহিত্যে গম্ভীরা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মহাভারতে ,,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণে ,,

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে ,,

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি নামক পুঁথিতে ,,

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বৈষ্ণব সাহিত্যে ,,

সপ্তম পরিচ্ছেদ—মঙ্গলচণ্ডীতে ,,

অষ্টম পরিচ্ছেদ—মনসার গীতে ,,

নবম পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মমঙ্গলে ,,

দশম পরিচ্ছেদ—সিংহলী সাহিত্যে ,,

একাদশ পরিচ্ছেদ—তিব্বতী সাহিত্যে ,,

দ্বিতীয় অধ্যায়—গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—শিবপুরাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হরিবংশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মসংহিতা

তৃতীয় অধ্যায়—উপসংহার

১। অতি প্রচীন অনুষ্ঠান

২। গম্ভীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্দু সমাজ বহুকাল হইতে পরিচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

গম্ভীরার ধারাবাহিক ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়—আলোচনা-পদ্ধতি

দ্বিতীয় অধ্যায়—বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের প্রথম অবস্থা —গম্ভীরা পূজার কয়েকটি উপকরণ

তৃতীয় অধ্যায়—বৌদ্ধ প্রভাব কাল—গম্ভীরা উৎসবের অঙ্কুর

প্রথম পরিচ্ছেদ—হীনযান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জৈন উৎসব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মহাযান

চতুর্থ অধ্যায়—বিক্রমাদিত্যের যুগ—বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি—গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

পঞ্চম অধ্যায়—ধর্ম্মসমন্বয়ের যুগ, তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব—গম্ভীরার ক্রমবিকাশ ”

প্রথম পরিচ্ছেদ—বর্দ্ধন রাজগণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উৎসব বর্ণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব কাল

ষষ্ঠ অধ্যায়—বাঙ্গলার পালরাজগণ—গম্ভীরার আধুনিক রূপগ্রহণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বাঙ্গালায় শৈব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শৈব ধর্ম্মের ইতিহাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পরবর্ত্তী পালরাজগণ ও রামাই পণ্ডিত—আধুনিক গম্ভীরা

সপ্তম অধ্যায়—সেনবংশ—আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়—উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যেক যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গম্ভীরার বিভিন্ন অঙ্গের ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ

(১৫) মালদহ জেলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পল্লীতে ভ্রমণ, অনুসন্ধান এবং কাহিনীসংগ্রহ করা হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে নিমন্ত্রিত সভ্যগণকে গৌড় ও পাণ্ডুয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাতে ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়কে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করিবার জন্য মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল।

"গৌড়-পাণ্ডুয়া-প্রদর্শক" নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়-কর্ত্তৃক এই জন্য লিখিত হইয়াছিল। তাহা মুদ্রিত হইতেছে।

(১৬) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত প্রবন্ধগুলি এই কয় বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; এই সমুদয়ের

মধ্যে কোন কোনটী তাঁহার প্রণীত "মালদহের পল্লী-কথা" নামক গ্রন্থের কয়েকটী অধ্যায়—

১। গৌড়ীয় নৌশিল্প—সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১৭

২। গৌড়ীয় এনামেল ইষ্টক—ঐতিহাসিক চিত্র—

৩। আদ্যের গম্ভীরা—সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৬

৪। গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডীতে বৌদ্ধ ভাব—,, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৭

৫। মালদহের পল্লীভাষা—,, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৮

৬। পালনগরী রামাবতী—আর্য্যাবর্ত্ত, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

৭। মালদহে রূপ-সনাতন—বাণী শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩১৭

(১৭) পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠের জীবনী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। গ্রন্থ এবং ভূমিকা দুইই সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে (৩১শে ভাদ্র ১৩১৮) পঠিত হইয়াছিল। ভূমিকা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৮) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ও রাধাকুমুদ, „ঐতিহাসিক রাধেশচন্দ্র ও হরিদাস, সাহিত্যসমালোচক কুমুদনাথ প্রভৃতি কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের পূর্ব্বপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়া 'অনুসন্ধান' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম—

১। ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত (বঙ্গদর্শন)

২। ঈশ্বরবাদে পূর্ব্বমীমাংসা

৩। প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চ্চা (ঐতিহাসিক চিত্র)

৪। কপাল কুণ্ডলার উদ্দেশ্য (নব্যভারত)

৫। মালদহের শিল্প-ইতিহাসের উপাদান (উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়া অধিবেশনে পঠিত)

৬। কার্য্যকরী শিক্ষা (ভারতী)

৭। গৌড়ীয় নৌশিল্প (সাহিত্য)

যন্ত্রস্থ গ্রন্থের তালিকা

(১) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ. লিখিত 'জগৎকথা'।

(২) শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ., বি. এস্-সি, লিখিত 'অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্যা'।

(৩) শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্. এ, লিখিত গ্রন্থদ্বয় বিলাতে Longmans Green and Co কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইতেছে—

(ক) Educational Institutions in Ancient India.

(খ) The Fundamental Geographical Unity of India.

(৪) ৺রমেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্—ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

(৫) শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—

(ক) শতপথ ব্রাহ্মণ—তৃতীয়ভাগ (প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার রায় মহোদয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে)

(খ) মিলিন্দ পঞ্‌হ— দ্বিতীয় ভাগ (প্রথম ভাগ কলিকাতার শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত)।

নূতন আরব্ধ কার্য্য—প্রত্যেক বিভাগের জন্য অধ্যাপক ও ছাত্র নিযুক্ত আছেন।

১। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণতর ইতিহাস-প্রণয়নোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ

(ক) মালদহে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ

(খ) এই সমুদয় অবলম্বনের দ্বারা মালদহী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন।

২। English Men of Letters Series এর অনুরূপ বাঙ্গালী সাহিত্যবীরগণের জীবনী প্রকাশ। এই বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীকে Bengalee Men of Letters Series বলা যাইতে পারে।

৩। প্রাচীন-হিন্দুসাহিত্য-প্রচার

(ক) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের সার এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইবে। এতদ্ব্যতীত, অনেক নূতন হিন্দু সাহিত্য-গ্রন্থের বিবরণ থাকিবে। যাহাতে প্রাচীন ভারতের সাধারণ জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

(খ) প্রাচীন ভারতের সাহিত্যরথিগণ যে যে গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন সেই সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা এবং গ্রন্থকারগণের জীবনী অবলম্বন করিয়া এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থকারের জীবন বৃত্তান্ত, প্রত্যেক গ্রন্থের সারমর্ম্ম, এবং তাঁহার দোষগুণের আলোচনা থাকিবে। এই গ্রন্থাবলী Ancient Classics for English Readers নামক ইংরাজী গ্রন্থাবলীর অনুকরণে আরব্ধ হইয়াছে। এই বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীকে Hindu Classics for Bengalee Readers বলা যাইতে পারে।

৪। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সমালোচনাবিষয়ক গ্রন্থাদির সারমর্ম্ম বাঙ্গালী পাঠকগণের উপযোগী করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ। সম্প্রতি Dowden প্রণীত Studies in Literature গ্রন্থের বাঙ্গালা সংস্করণের প্রয়াস চলিতেছে।

৫। বাঙ্গালা ভাষায় ভারতীয় নৌ-শিল্প ও সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাস সঙ্কলন।

৬। "আদ্যের গম্ভীরা" গ্রন্থ অবলম্বনে The Socio-Religious History of Bengal নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ।

৭। উত্তরবঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়া মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর

গ্রন্থাবলী

১। শতপথ ব্রাহ্মণ—প্রথম খণ্ড ৩৲, দ্বিতীয় খণ্ড ২৷০

২। উপনিষৎসংগ্রহ—প্রথম খণ্ড ।০, দ্বিতীয় খণ্ড ।৵০

৩। পালিপ্রকাশ—২৸০, বাঁধান ৩৲

৪। মিলিন্দপ্রশ্ন—প্রথম খণ্ড ১৷০, দ্বিতীয় খণ্ড ৸০ (যন্ত্রস্থ)

৫। বিবাহমঙ্গল—প্রথম ভাগ, ।৵০

BOOKS ALREADY PUBLISHED.

"THE SACRED BOOKS

OF THE

HINDUS"

Vol. I.—Upanisads—The Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, and Manduka Upanisads with Madhva's commentary, translated into English, with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. Cloth bound, silver letters, Second Edition Price Rs. 5.

Vol. II.—Yajnavalkaya Smriti with the commentary Mitaksara and notes from the gloss, Balambhatti, translated into English with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. This work is indispensable to Indian lawyers of those parts of India where Hindu Law, according to the Mitaksara School is administered.

Part I.—Mitaksara with Balambhatti, two Chapters.

Price—One Rupee and eight annas. Ditto Sanskrit Text Rs. 2

Vol. III.—The Chhandogya Upanisad with Madhva's Bhasya, translated into English with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. Cloth bound, gilt letters, Price Rs. 11.

Vol. IV.—Aphorism of Yoga by Patanjali, with the commentary of Vyasa and the gloss of Vachaspati Misra: by Rama Prasada, M.A., cloth bound, silver letters—Rs. 5.

Vol. V.—The Vedanta Sutras with Baladeva's Commentary translated into English with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. Parts 1 to 6 Price Rs. 9.

Vol. VI.—The Vaisesika Sutras of Kanada with the Commentary of Sankara Misra and extracts from the gloss of Jayanarayana. Translated by Nanda Lal Sinha, M.A., B.L. Price Rs. 7.

Vol. VII.—The Vakti Sutras of Narada and Sandilya parts 1 and 2. Translated into English. Price Rs. 3.

Vol. VIII.—The Nyaya Sutras of Gotama, translated into English. Part I, Price Re. 1-8.

Vol. IX.—The Garuda Purana translated into English Cloth, Silver letters. Price Rs. 3-8.

Vol. X.—The Mimamsa Sutras of Jaimini, translated into English with an original commentary, by Mahamahopadhyaya Dr. Ganga Nath Jha, M.A., D. Litt. Parts 1 and 2. Price Rs. 3.

N. B.—All these publications have been very favorably spoken of by the press and competent Sanskrit Scholars of India and Europe.

"THE INDIAN MEDICINAL PLANTS"

BY

1. **Lieutenant Colonel K. R. KIRTIKAR** F.L.S., I.M.S., (*Retired*)
2. **Major B. D. BASU** I.M.S., (*Retired*)
3. **BHIM CHANDRA CHATTERJI**
4. **AN I. C. S.**

A systematic study, along modern scientific lines, of the most important medicinal plants of India, specially those mentioned in the original Sanskrit works of Ancient Hindu sages, and also of several useful plants hitherto unstudied by Scholars, Indian or European.

A contribution to the world's Botanical and scientific Literature.

It combines Pharmaceutical and Industrial with General Botany and thus furnishes information neglected in the works of the existing Botanical Research Societies.

মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, শিক্ষক, মানিহাটী জাতীয় বিদ্যালয় ঢাকা—মালদহ জেলার ভৌগোলিক বিবরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ৵৹

২। অনুসন্ধান (প্রবন্ধগুচ্ছ)—বিধুশেখর, রাধাকুমুদ, হরিদাস, রাধেশচন্দ্র, কুমুদনাথ প্রভৃতি কতিপয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা হইতে সঙ্কলন

৩। শ্রীহরিদাসপালিত, মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী
(ক) মালদহের গম্ভীরা, বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়
(খ) মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

৪। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্, (শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত)
(ক) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ
(খ) মালদহ রত্নমালা (প্রাচীন গৌড় ও পুণ্ড্র দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, সাধু, ধর্ম্ম-প্রচারক, বণিক্ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ), বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য
(গ) সেক শুভোদয়া—পাণ্ডুয়ার বড় দরগায় প্রাপ্ত শাহ জালালুদ্দিন তাব্রেজির জীবন-বৃত্তান্ত মূলক সংস্কৃত গ্রন্থ, হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত।

৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ, শিক্ষক, আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়, মালদহ শ্লোকমালা (সংস্কৃত ও বাংলা) বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য।

৬। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল্—মালদহে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—কান্তকবি রজনীকান্ত

৮। শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, বি, এ, বি, এস্, সি, অধ্যাপক, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট
(ক) The Economic Botany of India—২৲
(খ) অর্থকরী উদ্ভিদ-বিদ্যা

৯। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
(ক) শতপথব্রাহ্মণ—তৃতীয় খণ্ড
(খ) মিলিন্দপঞ্হ—দ্বিতীয় ভাগ
(গ) ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ

১০। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক, জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ
(ক) আত্ম-প্রস্থান
(খ) Educational Institutions in Ancient India
(গ) The Fundamental Geographical Unity of India

১১। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, প্রিন্সিপাল রিপন কলেজ, কলিকাতা—জগৎকথা (নব্য পদার্থবিজ্ঞান) বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, প্রণীত

বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী

(ক) সাধনা (বিবিধ প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভূমিকাসম্বলিত ১৷০

(খ) শিক্ষা-সমালোচনা শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ, সি, এস্, মহাশয়ের ভূমিকাসম্বলিত ৸০

(গ) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার মহাশয়ের ভূমিকাসম্বলিত ১৷০

(ঘ) শিক্ষা-বিজ্ঞান

১। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারের ভূমিকা সহিত (হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে) ... ৷৶০

২। প্রথম বিভাগ, প্রথম খণ্ড—প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহের ইন্‌স্পেক্টর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ মহাশয়ের ভূমিকা সহিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বিক্রয়লব্ধ মূল্য প্রদত্ত হইবে। (হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে) ... ১৲

৩। তৃতীয় বিভাগ, প্রথম খণ্ড,—ভাষা শিক্ষা—কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ, পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের ইংরাজী ভূমিকা সহিত। ৷৶০

৪। তৃতীয় বিভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড,—সংস্কৃত শিক্ষা—চারি ভাগে সম্পূর্ণ। একাধারে ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা করিবার প্রণালী অবলম্বনে এই গ্রন্থগুলি লিখিত অন্য কোনও পুস্তক ব্যবহার না করিয়াও যে-কোন শিক্ষার্থী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বি. এ. শ্রেণীর সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া পাঠের বস্তুনির্দ্দেশ এবং রঘুবংশ কুমারসম্ভব, মনুসংহিতা, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যথোচিত সঙ্কলন করা হইয়াছে। (ইংরাজী সংস্করণ ইংলণ্ডে এবং হিন্দী সংস্করণ এলাহাবাদে প্রকাশিত হইতেছে।) ... ... [illegible]

৫। তৃতীয় বিভাগ, তৃতীয় খণ্ড—ইংরাজী শিক্ষা—তিনভাগে সম্পূর্ণ। দুইভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার প্রণালী অবলম্বনে লিখিত। দুইভাগের [illegible]

৬। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা—রচিত হইতেছে।

৭। ভূগোল-শিক্ষা—রচিত হইতেছে।

৮। গণিত-শিক্ষা—রচিত হইতেছে।